দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JUL 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৫

সনাতনী পদ্ধতির আওতায় সম্মান ও মাস্টার্স কোর্সের পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তির কারণে অনেক সময় অনেক ভাল ছাত্র/ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-গুলোতে সম্মান ও মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে হয়। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স একই সিলেবাজ অনুযায়ী নিয়ে থাকে এবং একই নিয়মে একই সময় পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোতে সনাতনী পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন সময়ে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদাহরণ-স্বরূপ ১৯৯০ সালের সনাতনী পদ্ধতির সম্মান শেষ বর্ষের পরীক্ষা ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল — তা পিছিয়ে আগস্ট মাসে নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। আবার তা পিছিয়ে নভেম্বর মাসে নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এই তারিখও ঠিক থাকবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনিতেই উক্ত পরীক্ষা দুই বছর পিছিয়ে আছে। তারপর মাস মাস করে পিছিয়ে যাচ্ছে। তার পর আসবে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার বিলম্বের কাহিনী। কয়েক মাস বা বছর পরে হয়তো ফল ঘোষণা করা হবে। এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য ছাত্রছাত্রী তো দূরে থাক অভিভাবকেরাই হাপিয়ে উঠেছেন। অথচ এই সমস্যাটি সমাধান করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। সমাধান আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। শুধু অভাব সদিচ্ছার। দেশের লেখাপড়ার দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা দেখে সচ্ছল অভিভাবকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছেন। অথচ যেসব অভিভাবকের সামর্থ্য নেই তারা তাদের অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের নিয়ে চরম হতাশার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েরা দীর্ঘসূত্রতার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিপথগামী হচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা জাতির ভবিষ্যৎ। এদেরকে হতাশার মধ্যে রেখে দেশের ভবিষ্যৎ আলোকিত হতে পারে না।

আমরা প্রতিটি সচেতন নাগরিক এসব ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে চিন্তা করলেও মুখ ফুটে বলছি না। অথচ অনেক ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বেশি কথা বলছি। ছেলে-মেয়েরা জাতির ভবিষ্যৎ — এদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশের জন্য আন্দোলন ও চেতনা গড়ে তোলার জন্য সকল সচেতন নাগরিক অভিভাবককে আহ্বান জানাচ্ছি।

মাহবুবুল হক চৌধুরী
উপ-মহাব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।